তারুণ্যের উচ্ছ্বাস

তারুণ্যের উচ্ছ্বাস

নাহিদ হোসনা

তারুণ্যের উচ্ছ্বাস
নাহিদ হোসনা
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: মো. আব্দুস ছাত্তার
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০০/-(তিনশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৮০৬-৯-৮
ISBN: 978-984-99806-9-8
Tarunaar Uchchas by Nahid Hosna, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 300/- (Three Hundred Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ

ফুলের হাসি
তারুণ্যের গান
ভরে উঠুক
নীলয়, সাক্তির প্রাণ।

কবির কথা

সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে কয়টি শাখা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান শাখা হলো কবিতা। একমাত্র কবিতাই পারে মনের কোণায় জমে থাকা দুঃখকে মুছে দিতে। কবিতাই পারে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে। মানুষের ভেতর কত ছন্দের খেলা চলে, কত রকম আবেগ খেলা করে, কত অনুভূতির জন্ম হয় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কবিতায়। চিত্তকে চিরতরুণ করে সজীব রাখে কবিতা। যারা কবিতা লেখেন ও পড়েন তাঁরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলেন। কবিতায় যেমন ওঠে আসে ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনা, ব্যক্তি বা স্থান তেমনি বর্তমান আর ভবিষ্যতের স্বপ্নের সাথে হয় সখ্য। কবিতাপ্রেমীরা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের কাব্যপ্রেম প্রকাশ করেন। এজন্য যারা কবি তাদের নেই কোনো সীমা, নেই কোনো গণ্ডি। আপন শক্তিতে বিরাজ করে কল্পনার রঙিন দুনিয়ায়। এমন রাজ্যে বিরাজ করে পৃথিবী সবুজ অরণ্যে। যেখানে আকাশ নুয়ে আছে সবুজের বুকে। এমন পরিবেশে আমার তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, তারুণ্যই আমার রক্ত, তারুণ্য আমার উৎস, তারুণ্যই আমার ইচ্ছা শক্তি, সব কিছু মিলেই আমার তারুণ্যের বহিঃপ্রকাশ। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস কাব্য গ্রন্থটি আমার সপ্তম বই।

এরপর কন্যা সাক্তির কবিতার প্রেম আর আবৃত্তির প্রতি ভালোবাসা থেকে সাহস পেয়েছি বইটি পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার। আর বইটি আলোর মুখ দেখাতে যে মানুষটি সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন জীবন সহযোদ্ধা মো. আব্দুস ছাত্তার। এছাড়াও ছায়ানীড়কে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এবারও সাহিত্যাঙ্গনের মঞ্চে জায়গা দেয়ার জন্য। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস পাঠককে আলোড়িত করলেই আমার এ শ্রম সার্থক হবে।

নাহিদ হোসনা

সূচি

তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ❑ ১১
রক্ত দিয়েই ইতিহাস ❑ ১২
কেউ মনে রাখেনি ❑ ১৪
পথ দিশারী ❑ ১৬
কষ্ট ❑ ১৭
ডিম ❑ ১৯
টাকা ❑ ২১
আপন ❑ ২২
সত্য ❑ ২৩
বিচার ❑ ২৪
অতিথি ❑ ২৬
সিয়াম ❑ ২৭
মুসলমান ❑ ২৯
সত্যকথা ❑ ৩১
প্রিয় কবি ❑ ৩২
বৈশাখ ❑ ৩৪
মশা ❑ ৩৫
মেঘমালা ❑ ৩৭
ঈদ ❑ ৩৮
ইলিশ ❑ ৪০
ফোন ❑ ৪১
ভালোবাসা না প্রেম ❑ ৪৪
একুশ কোনো সংখ্যা নয় ❑ ৪৫
মা আমার দেশ ❑ ৪৬
মায়ের গর্ভ ❑ ৪৭
আলু ❑ ৪৯
৫১ ❑ বিবেক
৫৩ ❑ মহত্ব
৫৫ ❑ আমার দাবী
৫৭ ❑ বাবা
৫৮ ❑ গোলাপের প্রেম
৬০ ❑ আশীর্বাদ
৬২ ❑ টিপস
৬৩ ❑ ঋণ
৬৪ ❑ বর্তমান বাজার
৬৬ ❑ আমার শহর
৬৮ ❑ শ্রমিক
৭১ ❑ শিক্ষক
৭৪ ❑ নারী
৭৫ ❑ জগৎ সংসার
৭৮ ❑ সূর্য মামা
৮০ ❑ নতুন বছর
৮১ ❑ রমজান
৮২ ❑ ঈদের খুশি
৮৩ ❑ মাটি
৮৫ ❑ সেবাই ধর্ম
৮৭ ❑ মায়ের ভাষা
৮৯ ❑ আমার ভালো লাগা
৯০ ❑ রূপের বাহানা
৯২ ❑ ঝিঙে ফুল
৯৩ ❑ আধুনিক যুগ

তারুণ্যের উচ্ছ্বাস

'আমাদের দেশে হবে
সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে
কাজে বড় হবে।'

চেয়ে দেখ পেয়ে গেছি
বাংলার মাটি,
তার বুকে গর্জেছে
শত সোনা খাঁটি।

বাহু দুটি বাড়িয়ে
দু'হাত ছাড়িয়ে,
গায় মুক্তির গান
জেগে ওঠে কতশত প্রাণ।

নির্ভয়ে নির্জনে
পথ চলে অভিমানে,
রক্তের বিনিময়ে
সম্মান বয়ে আনে।

সততায় কথা বলা
নির্ভয়ে পথচলা,
সত্যের পথ ধরে
চলে যাবো বহুদূরে।

অন্যায় অবিচার
থাকবে না দেশে আর
সামনে এগিয়ে যাবো
পিছপা নাহি হবো।

দলবল সবে মিলে
দেশে হবে সেই ছেলে,
নীতিতেই সব নয়
ইতিতেই সব হয়।

রক্ত দিয়েই ইতিহাস

আমার অর্থ আমার সম্বল
লক্ষ্মী সোনার ছেলে,
সেই ছেলেটি বড় হয়ে
দেশের কথা বলে।

আদর স্নেহ, ভালোবাসা
মায়া-মমতায় ঘেরা,
সেই ছেলেটি আমার কাছে
সবার চেয়ে সেরা।

দেখতে হোক ফর্সা, কালো
আতুর- ল্যাংড়া, কানা,
ও যে আমার বুকের ধন
এটাই ষোল আনা।

সতেরো বছর পাড়ি দিলাম
আঠারোতে পা,
এবার বুঝি ঘুম হারালো
আমার লক্ষ্মী মা।

একদিন ঘর পেরিয়ে আঁচল ছেড়ে
যায় যে বহুদূর
নানা রঙের মনটা আমার
বাজে করুণ সুর।

দুষ্টুমি আর ভালোবাসায়
কেটে যেত বেলা,
মা ছেলে দু'জন মিলে
খেলতো কত খেলা।

সেই ছেলেটি হাতছানি দেয়
স্বপ্ন দেখে বেশি,
মনের মত মানুষ হবে
মুখে রবে হাসি।

তুমি হলে দেশের ছেলে
থাকো দেশের সাথে,
দেশের সম্পদ গড়তে হবে
তোমার নিজ হাতে।

তোমার কাঁধে তুলে দিলাম
আমার যত আশা
আশীর্বাদ করার মতো
নেইতো কোনো ভাষা।

ভয় নেই মা কেঁদো না তুমি
সাহস রাখো বুকে,
তোমার ছেলে আনবে বিজয়
দাঁড়াবে এবার রুখে।

পারবো আমি দোয়া কর
থাকো তুমি পাশে,
মানুষ হলে দেখবে তুমি
বিশ্ব কেমনে হাসে।

সাতচল্লিশে রক্ত দিলাম
বাহান্নতে পারি,
একাত্তরে রক্ত দিলো
আমার দেশের নারী।

শেষ হলো না যুদ্ধ মাগো
রইলো বাকী কিছু,
তোমার ছেলে হাত দিয়েছে
থাকবো না আর পিছু।

তাইতো মাগো শক্ত হাতে
হাল ধরেছি আমি,
রক্ত দিয়েই ইতিহাস হয়
রক্ত হয় দামী।

হাজার হাজার সোনার ছেলে
রক্ত দিলো দেশে,
দেশের ছেলে দেশেই মারলো
দাবি মানলো শেষে।

বিজয় এখন তোমার মাগো
বৈষম্য নিয়ে কথা,
সবাই তোমার সমান এখন
আর পাবে না ব্যথা।

কেউ মনে রাখেনি

আমার বয়স যখন তিন কি চার,
তখন মা আমাকে মাথায়
হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলো,
বাবা হাজার বছর বেঁচে থাকো তোমার কর্মের মাঝে।
তোমার দেহ মন দিয়ে যেন বকুলের গন্ধ ছড়িয়ে বেড়ায়।
ফুলের হাসির মাঝে বেঁচে থাকো চিরটিকাল।
কেটে গেলো আটাশি বছর।
মাকে আর মনেই পড়ে না।
শৈশবে একবার মাঘী চন্দ্রিমার রাতে দোলনচাঁপার পাশে দাঁড়িয়ে
চন্দনা হাত ধরে খুব সাধ করে বলেছিলো,
আমি চিরটাকাল তোমার পাশে
দোলনচাঁপার সৌরভ ছড়াতে চাই।
আর তোমার মনে শঙ্খের সুর হয়ে বাঁচতে চাই অনন্তকাল।
কই দোলনচাঁপা শুকিয়ে এখন
ঠাকুর দাদার গলায় মালা হয়ে আছে।
সুরের মূর্ছনায় হারিয়ে গেছো বহুদূর।
পঁচাশি বছর কেটে গেলো।
কেউ মনে রাখেনি।
একবার ছোট মামা আদর করে বলেছিলো,
জানিস, তোকে একদিন শৈবালের নীড়
আর চোরাবালিতে ফুটে থাকা
শালুক ফুলের ডগায় শিশির কণা,
যেখানে ডাহুক পাখি শিকারের অপেক্ষায়।
তুমি শুধু একটু বড় হও তোমার হাত ধরে
পৌছে যাবো শালুক ফুলের ডগায়।
কই সেদিন তো আর ফিরে এলো না।
আবার সেই পঁচাশি বছর কেটে গেলো
কেউ মনে রাখেনি।
বিয়ের পর স্ত্রী মহব্বত করে বলেছিলো
দেখ একদিন অনেক মজার মজার
সুস্বাদু রান্না করে খাওয়াবো।
দেখবে সব ভালো লাগবে।
এখন এলাচি আর দারুচিনির গন্ধ
নাকের মধ্যে মাছির মত ভনভন করে বেড়ায়।
আর শুটকি মাছের গন্ধ অতি নগণ্য।
এখন আর রুচিই নেই।

হারিয়ে গেলো পঞ্চান্নটি বছর
কেউ মনে রাখেনি।
আমার মেয়ের বয়স যখন ছয় বছর।
একদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলো,
বাবা, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ,
আমার ভালো লাগা দেহ মন
অস্তিত্বে একমাত্র তুমিই মিশে আছো।
আমার দেহের রক্ত শিরা বার বার
জানিয়ে দিচ্ছে তুমি আমার।
তোমাকে ছাড়া এ জগৎ একেবারেই নিরীহ মনে হবে।
তোমার হাত ধরেই বাঁচতে চাই জীবনের শেষ অধ্যায়।
আমি মুচকি হেসে বলেছিলাম,
একদিন হয়তো হুইল চেয়ারে বসে
নাত-বৌয়ের সাথে গালগল্প করতে করতে
হাসির ছলে হয়তোবা, সবই ভুলে যাবে।
আর চায়ের চুমুকটাই তখন বিষণ্ন হয়ে দাঁড়াবে।
আর কোন দিন মনেই পড়বে না।
চলে গেলো পঁচিশটি বছর।
কেউ মনে রাখেনি।

পথ দিশারী

ভাবেনি কেউ বাসেনি ভালো
রাখেনি মনে যারা
তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
পথ চললো কারা?

সেই তো আমার পথ দিশারী
পথেই বাস যাঁর
জীবনের দিকে ফিরে তাকাবার
সময় হয়নি তাঁর।

বিধাতার দেওয়া জগৎ সংসার
বাসলেন যিনি ভালো
জীবনের সাথে যুদ্ধ করে
জ্বালো পথের আলো।

বিন্দু বিন্দু মাথার ঘাম
পদ তুলে ফেলে
গরিব দুঃখী ভালোবেসে
নির্ভয়ে পথ চলে।
নহে পাগড়ী মাথায় যাঁর
সাদা-সিধে ভূষণ তাঁর
অতি সামান্য টুপি
জীবন দিলেন সঁপি।

মাওলানা কোন সুর
ভাসানী বহুদূর
আব্দুল হামিদ নাম কার?
মানবসেবা ধর্ম যাঁর।

জন্মই মানুষ নয়
কর্মেই পরিচয়
সেই বুঝে মর্ম
বিবেক যার ধর্ম।

ন্যায় বিচার সাম্যের গান
মিথ্যা নহে আপোষ
অন্যায় অবিচারে
'খামোশ'।

কষ্ট

কষ্টের নাকি রঙ আছে
সবাই আমায় বলে
এই কথাটি শুনিনি
কোনো কস্মিনকালে।

কষ্ট আমার দাদার ছিলো
কষ্ট ছিলো বাবার
এই কষ্ট নতুন করে
ফিরে পেলাম আবার।

সবার মাঝে ভাগ ধরলো
রেহাই পাইনি আমি
তাইতো আমি বুঝতে পারলাম
কষ্টই অনেক দামী।

কষ্টের আবার রকম লাগে
কষ্ট একাই বৃহৎ
যে কষ্ট সইতে পারে
সেই হলো মহৎ।

আমি যেটুকু জানি
কষ্টের নাকি অনেক জ্বালা
যে পাইছে সেই বলে
আমার ভিতরটা
পুইড়া হলো কালা।

সেই থেকে মনে হলো
কষ্টের রঙ কালো
সইতে না পেরে বলে
কষ্টই আমার ভালো।

তাহলে বুঝতে পারলাম
কষ্টের নেই রঙ
মিছামিছি কষ্ট পেয়ে
করে কত ঢং।

কালো বলে দূরে ঠেলবা
এটা হয় নাকি?
তাই বলে কষ্ট
দেয়নি কাউকে ফাঁকি।

আড়ালে রাখো আর ঢেকেই রাখো
যতই রাখো দূরে
একবার কষ্ট ছুঁইতে পারলে
খাবে তোমায় কুড়ে।

তাই বলে কষ্ট
তোমায় ছুঁবে না
সইতে যদি পারো তুমি
কিছুই হবে না।

সাপের বিষের ধরন নাকি
নীল রঙের হয়
এই কথাটা মাঝে মাঝে
অনেকেই কয়।

সেই থেকেই বুঝতে পারলাম
কষ্টের রঙ নীল
সারা দেহ জ্বইলা পুইড়া
অঙ্গার হইলো দিল।

কষ্ট কালোও নয় কষ্ট নীলও নয়
কষ্ট একাই তার উপমা
সব কষ্ট সবার কাছে
ভুল করেও বলো না।

ডিম

ঘরে ঢুকে ছেলে বলে
ক্ষুধা লাগছে মা
মিষ্টি হেসে মা বলে
ডিমের অমলেট খা।

সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো
টেবিলে রাখা ফোন
বাজারে আছি তোমার জন্য
আনব কি এখন?

সবার আগে ডিমটা
তুলে নাও হাতে
মাছ মাংস তারপর
থাকে যেন সাথে।

ছোট মাছ খেতে দিলে
লাগে তোমার ভয়
ডিমটা ভেজে দিলে
বিশ্ব করবে জয়।

ডিম ভাজি ডিম রান্না
আর কি কিছু লাগে?
সাথে যদি শুকনা লঙ্কার
ডিম ভর্তাটা থাকে।

ডিম মামলেট, ডিম অমলেট
আর ডিম ভুনা
চুপটি করে খেয়ে উঠে
আমার লক্ষ্মী সোনা।

মাঝে মাঝে মনে হয়
প্রায় সবগুলো রাঁধি
হঠাৎ যদি না থাকে
বুক ফেটে কাঁদি।

ডজনে ডজনে ডিম খেলাম
কিছুই হলো না
পরীক্ষার সামনে ডিম
মোটেই আইনো না।

কি বললে তুমি
ডিম ছাড়া চলে
মাঝে মধ্যে মনে হয়
ডিমেই কথা বলে।

তোমার খালি আছারী কথা
ডিম কি আমি খাই
মাছ মাংস না থাকলে
ডিম ভাজিটা চাই।

সকাল সন্ধ্যা রাতে
ডিমের কথাই ভাবি
প্রতিদিন একটা ডিম
এটাই আমার দাবি।

সবচেয়ে ভালো হয়
দেশি ডিম হলে
ফার্মের ডিম ভালো নয়
কোথায় তুমি পেলে?

ফার্মের ডিমে ক্যালরি বেশি
তুমি কি তা জানো?
প্রতিদনই ডিম খাবে
এই কথাটাই শুনো।

আগের দিনই ভালো ছিলো
মা-চাচিরা বলে
কচুশাক খেয়ে তাদের
গেছে দিন চলে।

অতিরিক্ত ভিটামিন
দেহের ভিতর ঢুকে
ভেজাল যুক্ত খাবার খেয়ে
কাটে দিন দুখে।

ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস
আরো আছে রোগ
বয়স পঞ্চাশে
নেমে আসে শোক।

এই হলো ফার্মের ডিম
বলার কি আছে
কোনো রকম খেয়ে শুধু
প্রাণটা মোদের বাঁচে।

টাকা

টাকা তোমায় ছাড়া
আমি বড় একা
মা বাবা ভাই বোন
সবই আমার ছিলো
এক সময় এই টাকা
সবই কেড়ে নিলো।

বড় বড় দালান-কোঠা
সবই আমার আছে
চিন্তা করে দেখি আমি
এসব আমার মিছে।

শুনেছিলাম টাকায় নাকি
সবই কেনা যায়
ফ্যাশন আর কদর ছাড়া
অন্য কিছু দায়।

টাকা হলে বাঘের দুধ
এ জগতে মিলে
সেই ভেবে আমি আবার
সবই দিলাম ফেলে।

নতুন করে সাজালাম
নিজের আপন ঘর
পিছন ফিরে দেখি
এসবই আমার পর।

টাকায়ই সব হয়
টাকাই কথা কয়
মাঝে মাঝে এই টাকা
বিপদের সাথী হয়।

আপন

কে বলে আপন
কে বলে পর
রক্ত ছাড়া এই জগতে
সবই যেন ডর।

আপন আপন করিস যারে
সে তো আপন নয়
দিলের মাঝে আঘাত দিয়ে
করে নয় ছয়।

এই আঘাতে আঘাতে
হয় জরাজরা
অন্তরটা জ্বলে পুড়ে
হয় আধমরা।

আঘাতের বোঝা যখন
হয় বেশি ভারী
দুচোখ অন্ধকার হয়
মনে হয় মরি।

সেই আঘাত যখন
দেয় আপনজন
সেই আঘাতে মানুষ
কাঁদে সারাক্ষণ।

সেই আঘাতে মানুষ
বেশি ঘায়েল হয়
তাই তো বার বার
আপনার কথা কয়।

বেশির ভাগ আঘাত
আপনজনেই দেয়
সময়ে বন্ধু অনেকেই হয়
কষ্টের ভাগ নাহি নেয়।

সত্য

সত্য তোমাকে গোপন করার জন্য
হাজারও মিথ্যা কথা বলেছিলাম।
গুণে গুণে দেখি লাখো পেরিয়ে গেছে।
তবুও তোমাকে গোপন করতে পারিনি।
কারণ তুমি যে বিধাতার দেওয়া প্রতিশ্রুতি।
একবার ছোটবেলায় লিচু চুরি করে
অনেক চেষ্টা করেছিলাম গোপন করার,
কিন্তু লিচুর বিচি আমার মুখেই ছিলো।
কিছু কিছু সত্য আছে, শত চেষ্টা করলেও সে
চাপা থাকে না।
সে জ্বলন্ত লাভা হয়ে বের হয়ে আসে।
সে কারও দেয়া কথা রাখতে চায় না।

বিচার

আইন হলো সুবিধার জন্য
বিচার হলো ক্ষমতার
মানুষ হলো অন্যায়ের জন্য
বিধাতা এখন হবে কার।

সে জগতে নিম্ন আয়ের
ভদ্র কিছু জন
মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে
আইন কি করবে এখন?

এই তো সেদিন, মায়ের কাছে
বিচার যখন চাই
মা আমায় ডেকে বলে
বাবা, করার কিছু নাই।

সোনা হলো সবার চেয়ে
নামি দামি ছেলে
সোনার সাথে তাই কি বাবা
পারবে কিছু বলে?

শুনে আমি হতভম্ব
এ কি বলে মা?
ন্যায়-অন্যায় তুমি এখন
কিছুই বুঝো না।

বুঝি বাবা, বুঝি
শোনো দিয়া মন
সঠিক বিচার এই জগতে
করবে কোন জন।

শুনেছিলাম দাপটে
অনেক কিছুই হয়
সঠিক ভাবে চেয়ে দেখি
এ তো ভিন্ন কথা কয়।

তোমার মতো পিঁপড়া শুধু
পায়ের তলায় পিষে
মাথা উচু করলেই
যাবে জলে ভেসে।

সত্যের সাথে থেকে আমি
কিছুই পেলাম না
ন্যায় বিচার চেয়ে আমি
পেলাম ছলনা।

অবশেষে পেলাম শুধু
সান্ত্বনার বাণী
ভদ্র লোক এর চেয়ে
আর কি পাবে শুনি।

ন্যায়-অন্যায় সবই এখন
ক্ষমতার বলে
সত্যিকার বিচার এখন
নাই বললেই চলে।

অবশেষে মা আমায়
ডেকে বলে শোন
নীতিবাক্য শোনার এখন
নেই কোনো মন।

অতিথি

ফোকলা দাঁতে জন্ম আমার
নবীন মুখের হাসি
কৌতুহলী চোখ দুটি
তাইতো ভালোবাসি।

কচি মুখের মায়া তোমার
আবেগ ভরা মন
বিশ্ব নিয়ে চিন্তা তোমার
ভাবো সারাক্ষণ।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে
পেরিয়ে গেলো ঘর
এই জগতে সবই যেন
আপন মুঠোই তর।

বলিষ্ঠ কণ্ঠে তোমার
তীব্র আবেদন
নিরলস দেহখানি
কর নিবেদন।

তুমি হবে দেশবরেণ্য
দেশের সেরা ধন
তোমার কাঁধে তুলে দিলাম
স্বপ্ন ভরা নয়ন।

সিয়াম

বারো মাসে একবার
রমজান আসে
মুসলমানের হৃদয়
তাইতো হাসে।

ধরাতে সাড়া দিলো
আযানেরই ধ্বনি
তসবি তেলাওয়াত পড়
পড় আল-কুরআনের বাণী।

সহি শুদ্ধভাবে
সিয়াম কর
হৃদয় উন্মোচন করে
নামাজ পড়।

সিয়াম সাধনে
মশগুল থাকো
গরিবের কষ্ট বুঝে
মন খুলে রাখো।

সিয়াম সাধন মানে
না খেয়ে থাকা?
গরিবের পেটের দায়
একটু মনে রাখা।

সেই সাধন
বলো বুঝে কয় জন
ইফতারের সময়
খায় কয়েক ডজন।

এমনভাবে
হবে কি রোজা?
না খেয়ে থাকো তুমি
বাঁধো সব বোঝা।

গরিবের কষ্টটা
ভাগ করে নাও
নিজের খাবারটুকু
বিলিয়ে দাও।

এইভাবেই
রোজা রাখা চাই
রিযিকের ভাণ্ডারে
পড়বে না ছাই।

পবিত্র মাস
মাহে রমজান
সবার দুঃখ বুঝে
হও প্রকৃত মুসলমান।

মুসলমান

তুমি কে? আমি মানুষ
তোমার ধর্ম কি? আমার ধর্ম ইসলাম।
তুমি বুঝলে কি করে তুমি মুসলমান?
আমার বাবা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো।
আর আমার মাকে বলতো পর্দায় থাকবে।
আর যদি সম্ভব হয় তোমাকে নিয়ে
হজ করে আসবো।
তাহলে আমি অনায়াসেই বুঝতে পারি
আমার বাবা মুসলমান।
এরপর আযানের সুর মুছে যাওয়ার আগেই
মসজিদে হাজির হতাম।
তাহলে আমি জোর গলায় দাবি করতে পারি,
আমি প্রকৃত মুসলমান।
ক্ষিধের কি জ্বালা তুমি বুঝো?
হ্যাঁ গতবার যখন আমার বয়স
বারো বছর পূর্ণ হলো,
তখনই তো রমজান শরীফের রোজা রাখলাম।
আর বুঝতে পারলাম রোজা কি?
তোমার পরনে যদি কাপড় না থাকতো
তাহলে তোমার কেমন লাগতো?
সে তো বেশি দিনের আগের কথা নয়
গেলো বার ঈদে যখন নতুন পোশাক পাইনি,
তখন খুব কেঁদেছিলাম
মা আমাকে হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলো,
আগামী বছর তোমাকে
নতুন জামা দেওয়া হবে।
ও! তাহলে তুমি, সবই তো জানো।
শুধু অনুভব করতে পারোনি– ক্ষিধের কি জ্বালা।
লজ্জা নিবারণ করা কি প্রয়োজন।
পাশের বাড়ির রুনু কাকা যখন
এক মুঠো ভাতের জন্য,
না খেয়ে উঠানে বসে ছিলো।
তখন তো শুধু তিরস্কার করেছিলে,
কাজ করে খেতে পারো না।
অনুভব করতে পারোনি
ঐ সময় তার কেমন কেটেছিলো।

তোমার পাশের বাড়ির বৌদি যখন
লজ্জা নিবারণ করার জন্য,
ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে ছিলো, তখন তো
খুব করে বলেছিলে সারাদিন
ঘরের ভিতর থাকো,
একটু শরীরটা নাড়াচাড়া কর?
তখন তুমি বুঝতে পারোনি।
নাড়ির নিজস্ব সম্পদের কি অহংকার।
তখন সান্ত্বনা তো পরে,
হাত বুলিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা,
তোমার ভিতরে যে এক মানুষ বাস করে,
তাকে তুমি জাগাতে পারোনি।
তোমার ভিতরে যে মানুষ আছে,
সে এক পশু।
ডেকে দাও তোমার আমিত্বকে,
জেগে উঠবে তোমার মনুষ্যত্বে।
এখন দাবি করো,
আমি প্রকৃত মানুষ, এখন তোমার উপর
হজ ফরজ।
তাহলে আমি মুসলমান যেরকম ঠিক,
কিন্তু আমি প্রকৃত মানুষ হতে পারি নাই
এটাই সেরকম চিরন্তন সত্য।

সত্যকথা

সদা সর্বদা
সত্য কথা বলি
বলতো এভাবে
কত দিন চলি।

ঘুম থেকে উঠে
বলি মিথ্যা কথা
ছলনার আশ্রয় নিয়ে
লাগে মনে ব্যথা।

তাহলে আমার ভিতর
মানুষ বাস করে
তাইতো আমার মন
গুমরে গুমরে মরে।

মিথ্যার পিছনে
হাজারও সত্য কথা
তাহলে মিথ্যা বলা
একেবারেই বৃথা।

এভাবে চলতে গেলে
মিথ্যা যাবে কোথায়
সত্যই বলে যাবো
এটাই রেখো মাথায়।

মিথ্যার হাজার দোষ
সত্য সুন্দর
সত্য বুঝতে চাইলে
লাগবে অন্তর।

সত্য মিথ্যা যাচাই করে
চলে না জীবন
সত্যের পথে চলো তুমি
যদি হয়ও মরণ।

এভাবে কেটে যাবে
সারাটা দিন
মিথ্যার কাছে আমি
হবো না এতো ঋণ।

প্রিয় কবি

আসানশোলের চুরুলিয়া গাঁয়ে
উঠলো ফুটে রবি
অবহেলা অনাদরে
হলেন বিদ্রোহী প্রিয় কবি।

যুদ্ধ ছিলো যার চোখে
দীপ্ত আলোর শিখা
জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিলো
পেলাম ইতিহাসের দেখা।

এইতো ছিলো জীবন ধারা
পাখির কলরব
মুক্ত বাতাস বটের ছায়া
ফুলের সৌরভ।

পাখির ডানায় ভর ছিলো
রঙিন সুতোয় ঘুড়ি
আকাশ পানে উড়ে বেড়ায়
জগৎ দিলো পাড়ি।

রুটির দোকান লেটো দল
মুগ্ধ ছিলো যার মন
স্কুল পালানো স্বভাব ছিলো
গান কবিতায় সারাক্ষণ।

পুঁথিগত বিদ্যায়
নয়তো সীমাবদ্ধ
জ্ঞানের ভাণ্ডার অসীম ছিলো
করলেন জীবন যুদ্ধ।

চঞ্চলা দুষ্টু স্বভাব
দেহঘড়ি যার
বাবরি দোলানো মহান পুরুষ
জন্ম হবে না আর।

পেতাম যদি তার দেখা
হৃদয় দিতাম খুলে
স্বপ্নের ডোরে বেঁধে দিতাম
যেতাম না আর ভুলে।

রণ সঙ্গীত নজরুল গীতি
আরও প্রেমের কাব্য
দেশবরেণ্য তোমার লেখা
ইতিহাসে ধরে রাখবো।

কাঠবিড়ালী আমি হবো
আরো ছোট কাব্য সবই
তাইতো আমার মণিকোঠায়
বিদ্রোহী প্রিয় কবি।

ইতিহাস ভেবে যাবে
ভাবে ফুল পাখি ফসল
আকাশের সূর্যের ন্যায় তুমি
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল।

বৈশাখ

বৈশাখ এলো মাতাল হাওয়ায়
বৈশাখ এলো উড়ো উড়ো মনে
শাখে শাখে ফুলের সুবাস
আর পাখির গানে।

হৃদয়ে প্রেমের ছোঁয়া
লাগলো যে দোল
ঘরে থাকা হলো না
কি করি সই বল।

উদাসী বাঁশির সুরে
হলাম দিশেহারা
এবার বুঝি হবো আমি
আপন ঘর ছাড়া।

মশা

ছোট্ট ছোট্ট প্রাণী
উড়ে এসে জুড়ে বসে গায়
মনের মতো হুল ফুটিয়ে
রক্ত চুষে খায়।

ভালোই তখন লাগে
একটু নাড়াচাড়া হয়
মানবদেহের হৃদপিণ্ডে
কেন এতো ভয়।

এতো বড় দেহখানা
মিছে কেন কর মানা
উড়ে এসে জুড়ে বসে
একটু না হয় দিলো হানা।

এর জন্য দেহে তোমার
কতটুকু ক্ষয়?
মিছেমিছি জনমানব
কত কথা কয়।

সন্ধ্যা হওয়ার আগে
কত চিন্তা হয়
একটু ধূপ দিলে
পরিবেশ ভালো রয়।

রাতের শুরুতেই
দ্বন্দ্ব যেন বাজে
স্বামীকে ডেকে বলে
নও কোনো কাজে।

কি বললে তুমি
এত বড় কথা
তোমার জন্য আমার
কত মাথা ব্যথা।

তোমার জন্য আমি
করি গোলামী
তুমি হলে আমার
প্রাণপ্রিয় স্বামী।

মশারী খাটালেই
আমি ভালো স্বামী
তুমি আমার লক্ষ্মী সোনা
সবচেয়ে দামী।

চট করে কষে
মারলো একটা চড়
তোমার মনে একটু
নেই কোনো ডর।

ভালোবাসি বলেই
আমার এতো টান
তাই বলে তুমি
কেড়ে নিলে প্রাণ?

ছোট্ট একটা জীব
কেন নিলে জান
সারা জীবন অপেক্ষায়
দিতে পারবে প্রাণ?

জানো তুমি
ও বড় হারামি
বাদ্য ছাড়া গান গায়
করে বেইমানি।

তাল লয় কিছুই নয়
বেসুরে গায় গান
মনে হয় এই বুঝি
বের হবে প্রাণ।

মেঘমালা

মেঘমালা! হঠাৎ তুমি এতো গভীর কেন?
কোনো তিক্ততা না কোনো বিষণ্নতা!
তুমি কি কিছু হারিয়ে ফেলেছো?
না অতীতে কোনো সংগ্রাম ছিলো।
হয়তো বা অতীত তোমাকে
আজও হাতছানি দেয়।
বুঝেছি তোমার হাসির মাঝে কেউ
নুনের ছিটা দিয়েছে!
তাইতো তুমি কখন থেকে
গোমড়া হয়ে বসে আছো।
তবুও ভালো লাগছে চোখের ভাঁজে
একটু কড়া করে আইশ্যাডো পরেছো
গালের দুপাশে হালকা হাই লাইট করে
নিজেকে সুন্দরী বলে দাবি করছো!
ধূসর বর্ণের শাড়িটি জড়িয়ে আছে
তোমার সমস্ত শরীরে!
সব কিছু মিলে তেমাকে অপূর্ব লাগছে!
ঠিক যেন আমার স্বপ্নে দেখা কেউ।
একটু হয়তো কম বলে ফেললাম।
তাইতো তুমি জ্বালা সইতে না পেরে সমস্ত
দেহে মনে জল ঢেলে দিয়ে, নিজেকে শুদ্ধ
করে নিচ্ছ কিন্তু তোমার অশ্রু সজল চোখ দুটি
আর তোমার সমস্ত গা দিয়ে
একটা ভেজা মাটির গন্ধ, যা পৃথিবীকে হার মেনেছে।
আমি একটু উদাস মনে ভিজতে চাই
তোমার ঐ দু'চোখের অশ্রুতে।

ঈদ

ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে
শপিংমলে যাই
ভিড়ের মধ্যে ঢুকে
ঠেলা গুতা খাই।

যাবে নাকি শপিংমলে
খুলে আমায় বলো
ঈদের পোশাক কিনতে হবে
তাড়াতাড়ি চলো।

ঈদ আসলেই মনে হয়
কিনতে হয় সবই
বেশি কথা বলো না
এটাই আমার দাবী।

একটা মাত্র বউ
তাও বুঝো না
ঈদ আসলেই তোমার
কত বাহানা।

এই ঝাড়ি মাইরো না
বুঝি আমি সবই
কিছু টাকা তুলে রাখছি
কিনবো আতর টুপি।

নিজের বেলায় ষোলো আনা
আতর আমি চাই
নতুন জামা না হলে
ঘরে ঢোকা দায়।

দেখো তুমি আমার জান
তোমার জন্য আমি
দিতে পারি প্রাণ।

কত ভাবো তুমি
তাইতো এতো কথা
জান আর প্রাণ দিলে
বুঝলে না আমার ব্যথা।

গাড়িও চাইনি বাড়িও চাইনি
চাই একটা শাড়ি
তার জন্য তুমি আমায়
বললে আনাড়ি।

তুমি যদি বলো
দিবো চাঁদে বাড়ি
তবুও আমার সাথে
দিও না এতো আড়ি।

চাই না তোমার চাঁদে বাড়ি
চাই না তোমার জান
নতুন শাড়ি না হলে
থাকবে না তোমার মান।

সবই হবে লক্ষ্মী সোনা
ঈদ হবে কবে
ঈদের আগে দেইখো
সবই কেনা হবে।

তালবাহানা যতই কর
যতই কর হেলা
দেইখো তুমি ঈদের চাঁদে
বাধবে ঝামেলা।

ইলিশ

ইলিশ আমার জাতীয় মাছ
বলে বাঙালি
বর্তমানে সেই ইলিশের
হলাম কাঙালি।

চল্লিশ টাকায় ইলিশ কিনতো
আমার প্রিয় বাবা
হাজার টাকায় সেই ইলিশ
নাহি খুঁজে পাবা।

বারোশ থেকে দু'হাজার
এক কেজির দাম
স্ত্রী বলে ইলিশ এনে
নেই কোনো কাম।

ছেলে আবার ডেকে বলে
ইলিশ দাও ভেজে
স্বাদে গন্ধে ভরা
কি যে মজা খেতে!

আমি এবার বলে দিলাম
ইলিশে নাই গুণ
এলার্জিতে ভরপুর
তবুও কাঁদে মন?

মেয়ে আমায় ডেকে বলে
বাবা ইলিশ খেতে চাই
এবারের বৈশাখে
ইলিশ যেন পাই।

নিজেই আবার চিন্তা করি
ইলিশ নিয়ে জ্বালা
ইলিশের চোঁচা দিয়ে
গেঁথে দিবো মালা।

এই হলো বাঙালি
ইলিশকেই চিনি
বারোশ টাকা কেজি হলে
ইলিশ যেন কিনি।

ফোন

সময়টা বদলে গেছে
এলো মোবাইল ফোন
মায়া দয়া ভালোবাসা
সবই হলো খুন।

হায় হ্যালো বলার পর
রেখে দেয় ফোন
ভাষাগুলো এলোমেলো
কাঁদে শুধু মন।

হারিয়ে গেলো পূজনীয়
শ্রদ্ধেয়, স্নেহের ছোট ভাই
আবেগের বশে কলম খাতা
পড়ে রইলো তাই।

ভাষাগুলো নিস্তব্ধ
শুধুই গুমরে মরে
ফোনটা এবার হাতে নিয়ে
সরে যায় বহুদূরে।

গাছের তলে পাতার ফাঁকে
অথবা ঘরের কোণে
ছোট বড় সবাই যেন
থাকে মোবাইল ফোনে।

রাত দুপুরে হারিকেন জ্বেলে
নাহি রানার চলে
সকাল সন্ধ্যা সবাই যেনো
মিছে কথা বলে।

কান করে জ্বালাপোড়া
হাতে নেয় ফোন
ম্যাসেঞ্জারে বলে এবার
কেমন আছেন বোন।

ছোট বড় সকলেই
ধরে মোনাজাত
ভালো করে চেয়ে দেখি
এ তো মোবাইলে হাত।

এই হলো ডিজিটাল
মোবাইল ফোন
আরও কিছু কথা আছে
শোন এবার শোন।

ক্ষতিকর যতই হোক
কাছে রাখো ফোন
বিপদে ধরা দিবে
বলে লোকজন।

আলতু-ফালতু যতই বলো
তবুও মোবাইল চাই
ফোন ছাড়া এক মুহূর্ত
বেঁচে থাকা দায়।

ঘরে বসে এক মিনিটে
ঘুরে আসি জাপান
এর চেয়ে কাছের লোক
কে আছে আপন?

রাত দুপুরে ফোন চালিয়ে
করে বিরক্ত
মন মেজাজ খারাপ
তবুও ফোনে আসক্ত।

এই ফোনের খারাপ দিক
সবই তো বললে
ভালো দিক একবারও
নাহি তুলে দিলে।

এক মুহূর্তে বিশ্বের খবর
দেখে লোকজনে
ডিজিটাল ফোন নষ্টের মূল
এটাকে বলে?

সঠিক পথ যদি একবার
তুলে ধরা যায়
মোবাইল ফোনে জগত নষ্ট
মিছে কেন দায়।

ঝড় ঝামেলা যতই আসুক
ফোনটা রাখো সাথে
বিপদের সঙ্গী তোমার
ফোনটা তুলো হাতে।

কচি কচি সোনামনি
মুখে ললিপপ
ফোনটা আমায় দাও না বাবা
দিবো তোমায় সব।

তবুও বলে সোনামনি
কিছু আমায় বলো
কার্টুনটা দেখে নেই
মা এবার চলো।

ঘরে বসে শপিং
খাবারের অর্ডার
তাহলে বোঝা যায়
মোবাইল হলো সবার মাস্টার।

মোবাইলের গুণাবলী
শেষ হবে না
না জেনে না বুঝে
মিছে বলো না।

ভালোবাসা না প্রেম

প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রেম আছে
প্রতিটি জীব ও প্রাণী একে অপরকে চায়।
এটা বিধাতার সৃষ্টির জ্বীনগত স্বভাব।
তাহলে ভালোবাসা কী?
ভালোবাসার উত্তর কি মিলাতে পারবো?
সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা।
নাড়ির সম্পর্ক এক অদ্ভুত টান।
যে ভালোবাসার উপমা উদাহরণ বিশেষ্য বিশেষণ
কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না।
বাবার প্রতি সন্তানের যে ভালোবাসা,
যা কোনো কিছুর বিনিময়ে লেনদেন করা সম্ভব নয়।
ভাইয়ের প্রতি বোনের যে ভালোবাসা, সে প্রকৃত ভালোবাসার
মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ অধিকার
কোনোটার অভাব নেই।
এক কথায় রক্তের টান।
যা পৃথিবীতে অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে দেখা যায় না।
লাইলি মজনুর ভালোবাসা যা ইতিহাসে বিরল।
মহৎ তাদের ভালোবাসা।
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে ভালোবাসা,
স্বামী, স্ত্রীর যে মহব্বত
যে স্ত্রী মায়ের ভালোবাসা, বোনের আদর,
বন্ধুর সংলাপ সেই তো প্রকৃত স্ত্রী।
এক কথায়, অদ্ভুত এক অনুভূতির বন্ধন।
যেখানে সুন্দর, কুৎসিত কোনোটাই দেখে না,
প্রকৃত ভালোবাসা।
যেমন ফুলের প্রতি ভালোবাসা সেখানে
চাওয়া পাওয়া কোনোটাই নেই।
শুধু আছে ভালোবাসা।
অর্থাৎ ভালোবাসা পবিত্র, ভালোবাসা মহান।
যে ভালোবাসা অনুভব করা যায়,
উপলব্ধি করা যায়,
ভালোবাসা চিরস্থায়ী, ভালোবাসা চিরঞ্জিবী,
ভালোবাসা অমর, প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রেম আছে,
কিন্তু প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভালোবাসা নেই।

একুশ কোনো সংখ্যা নয়

একুশ কোনো সংখ্যা নয়
নয় কোনো গাণিতিক চিহ্ন।
আমি সেই একুশের কথা বলছি
যে একুশ হৃদয় নিংড়িয়ে জড়িয়ে আছে
বাংলা মায়ের কোল।
তুমি সেই একুশ
সকল ভাষা শহিদের রক্ত কণিকায় তোমার জন্ম।
যাদের পঞ্চইন্দ্রিয় সাক্ষী দিচ্ছে
একুশের কথা বাংলার প্রতিটি ধুলিকণায়
গন্ধ ছড়িয়ে আছে।
যার গন্ধে ঢাকার রাজধানীর বুক
সুবাসিত হয়েছিলো।
পলাশ, শিমুল উপুড় হয়ে আশীর্বাদ করছিলো।
চিরকাল আমরা যেনো
মাকে মা বলে ডাকতে পারি।
বাবার আশীর্বাদের চাদর যেনো জড়িয়ে থাকে
বাংলার আকাশে বাতাসে।
সেই থেকে একুশ আমার হৃদয়ে স্পন্দন,
একুশ আমার অন্তর জড়িয়ে থাকা কঁচি মুখের ভাষা।
মায়া ভুলানো সোহাগ ছড়ানো আবেগ জড়ানো
অকৃত্রিম ভালোবাসা।
হৃদয় স্পর্শ করা একুশ
বাতাসে আজো দোলা দেয়।
সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত
আরও নাম না জানা ভাষা শহিদের
অন্তরে স্থান দখল করা একুশ।
তুমি সেই একুশ
স্বাধীন বাংলার, স্বাধীন ভাষার প্রতীক।

মা আমার দেশ

ঘুম থেকে উঠে রক্তের মতো সূর্য, সোনালি রোদ
আর দূর্বা ঘাসের ডগায় এক বিন্দু শিশির
অপূর্ব সুন্দর।
মা বললেন সে তো ঘোমটা পরে আছে।
তুমি তার প্রকৃত সৌন্দর্য, আজো উপলব্ধি করতে পারোনি।
সে তো ঘোমটাই পরে আছে।
আমি হেসে দিয়ে বললাম ঘোমটার আড়াল থেকে
নোলক পরা বউকে, দেখতে যে রকম নজর কাড়ে,
ঐ সৌন্দর্য পৃথিবীর কোনো কিছুর মধ্যে
দেখা যায় না বলেই মনে হয়।
মা তখন মুচকি হেসে বললেন,
বুঝতেই পারিনি, আমি এতো সুন্দর!
সবাই হেসে ফেলল। কিন্তু আমি বললাম,
না মা,- তোমার রূপ আমি দেখেছি
তোমার সৌন্দর্যের কোনো উপমা দিতে হয় না।
তোমার রূপের কোনো বর্ণনা নেই।
তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে
কতো কবি কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন কতো গান।
কতো পাখি সুর দিয়েছে, অকালে কতো রক্ত ঝরলো,
হারালো তাজা প্রাণ। তোমার রূপে পাগল হয়ে,
কেড়ে নিতে চেয়েছিলো তোমার ভাষা।
অনেক প্রাণের বিনিময়ে মিটলো মনের আশা।
তবুও তারা সবুর নেয়নি ক্ষিপ্ত হলো রূপে।
সৌন্দর্য আর মাধুর্যতায় পড়লো তারা ফাঁদে।
শান্তি পায়নি তাইতো তারা কাঁদলো বহু রাত।
তোমার রূপের ঝলকানিতে
ভালোবাসা পাওয়ার আগে হইলো বরবাদ।
তাইতো মাগো তোমায় বলি
ভেবে দেখো এবার, আমি ছাড়া তোমার রূপ
নয়তো ফিরে পাবার।
ভাইয়ের টগবগে তাজা রক্ত, বাবার নিভুনিভু প্রাণ
হারালো তোমার রূপে।
ভালোবাসা কাউকে তুমি দাওনি আজো সঁপে।
তোমার স্নিগ্ধ রূপ, অকৃত্রিম ভালোবাসা
অপূর্ব তোমার গায়ের বরণ।
মিষ্টি ভেজা বুকে তোমার, হয় যেনো আমার মরণ।

মায়ের গর্ভ

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে
আমি আমার নিজস্ব ভুবনে
আমার মায়ের গর্ভে ছিলাম।
রক্ত মাংস ক্ষুণ্ন করে
আমার রক্ত শিরা ধমনী
নাড়ি নক্ষত্র
সমস্ত কিছুতেই মিশে ছিল আমার মা।
সেটাই ছিল আমার একান্তই নিজস্ব জগৎ।
আমার দলিল করা আপন ভুবন।
কাউকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়নি,
কারো কোনো বর্ণনাও করতে হয়নি,
সে জগৎ সম্বন্ধে।
অথচ তার পবিত্র মুখখানি
আমি নয় মাসের মধ্যে
একবারও দেখতে পাইনি।
শুধু অনুভব করতে পারতাম
আমার মায়ের জগতে আছি।
কারণ এত বড় মহান জগৎ
আর এতো বড় ত্যাগী
শুধু 'মা-ই' হতে পারে।
যেখানে মানুষের মৌলিক চাহিদা
কোনোটার প্রয়োজন হয় না।
প্রয়োজন হয় না
কোনো উপমা, উপাধি, বিশেষণ, সর্বনাম,
শুধু 'মা-ই' যথেষ্ট।
আর আমি ভূমিষ্ঠ হয়েই
যে পবিত্র মুখখানি আমার দৃষ্টিগোচর হলো
সে আমার জগৎ জননী,
আমার পৃথিবী তৈরি, আমার আলোর ভুবন
সে আমার মা।
যে শব্দটায় কী অদ্ভুত অনুভূতি! কী অদ্ভুত এক টান!
এখনো পরিচয় করিয়ে দিতে হলো না
আমার অন্তরের অন্তস্তল
হৃদপিণ্ডে সাড়া জাগানো শব্দে,
একটি মাত্র ধ্বনি 'মা'।
পৃথিবীতে একটি মাত্র শব্দ আছে

যা ধ্বনিত হওয়ার পর
আকাশে বাতাসে কম্পিত হয়ে পরে।
হৃদয় ভরে শিরা উপশিরা ধমনী
খুশিতে নাচতে থাকে।
আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেঁহুশ হয়ে যায়।
থমকে দাঁড়ায় এই বিশাল ধরা
আর সাক্ষী থাকে একমাত্র মা।
যার বর্ণনা মানুষ মানুষকে দিতে পারে না।
আর দিবেই বা কি করে,
মায়ের সেই আলোর জগতে,
একমাত্র ভোকদার ঐ নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা শিশু।
যে ভূমিষ্ঠ হয়েই পৃথিবীর আলোতে,
মায়ের গর্ভের রোহানী আলোর শক্তি ভুলে যায়।
এটাই নিয়ম, এটাই চিরন্তন সত্য।
এককথায় বেহেস্তের সুখ, বেহেস্তের শান্তি
যার বিবরণ মানুষ পুনরায় দিতে পারেনি।
মৃত্যুটা যেমন পুনরায় হয় না,
ভূমিষ্ঠটাও তদ্রুপ।

আলু

আলু! আলু! আলু!
সকলকে হার মেনে
আমি সবার চেয়ে ভালো।

শর্করা আমার গুণ
সবাই তা জানে
ভালোবেসে আদর করে
তাইতো কাছে টানে।

ছোট মাছ খেতে ভালো
আসো চচ্চড়ি করি
সব সবজি দূরে রেখে
আলুকে ধরি।

বড় মাছ খাবো বলে
বাজারে যাই
আলু ছাড়া আর কিছু
নাহি খুঁজে পাই।

গরুর মাংস, মুরগির মাংস
আমিষের রাজা
আলু দিয়ে খেতে তাহা
খুব ভারি মজা।

নিরামিষ খেতে ভালো
খরচ হয় কম
তার চেয়ে বেশি ভালো
খেতে আলুর দম।

ভর্তা, ভাজি রান্না
খুব সহজেই হয়
অতি সহজে আলু তাই
করে মন জয়।

করলা খেতে তিতা
সবাই তা জানে
আলুতে মিশে যখন
তখন গুরু বলে মানে।

কিছু কিছু মানুষ আছে
এ রকমের হয়
ছোট বড় সবার সাথে
খুব ভালো রয়।

সবাই তাই আশা নিয়ে
বলে তুমি খুব ভালো
আসলেই কিছু না
তুমি একটা আলু।

বিবেক

সৃষ্টির সেরা জীব
আশরাফুল মাখলুকাত
বিবেক বুদ্ধি সঙ্গে নিয়ে
নাজিল হয়েছে খাস রহমত।

সেই মানব জাতি
বুঝে ধীরে ধীরে
বিবেকের চোখ অন্ধ করে
সরে দাঁড়ায় বহুদূরে।

রহস্যময় দুনিয়া
শুধুই প্রশ্ন জাগে
বিবেকের দ্বার খুলে রাখলে
আর কি কিছু লাগে?

ভাইবোন পরিবার
শুধুই স্বজন
চারপাশের মানুষগুলো
সবাই কত আপন।

ছোট্ট এই দুনিয়ায়
সবই যেন আমার
হতাশায় তাইতো মানুষ
গড়ে তুলে বিবেকের পাহাড়।

সর্বপ্রথম প্রশ্ন
বিবেককে করা যায়
সকল যন্ত্রণা পায়ে ঠেলে
মনের কালিমা দূর করো তাই।

ধনী গরিব সমান
এটাই যদি ভাবি
মনের খাতায় প্রশ্ন রেখে
বিবেককে করো দাবি।

বিবেক যদি মানুষের মনে
একবার উদয় হয়
অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে
বিশ্ব করবে জয়।

জ্ঞান থাকলেই কি
জ্ঞানী হওয়া যায়
মনুষ্যত্ব জাগ্রত করে
বিবেকবান হওয়া চাই।

নিজের বিচার নিজেই কর
মনের বিচার করো আগে
তবেই হবে প্রকৃত মানুষ
যদি বিবেকে প্রশ্ন জাগে।

এই হলো বিবেক
মনুষ্যত্ব থাকা চাই
কুসংস্কার দূর করে দাও
ভাবার কিছু নাই।

ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম
নামাজ রোজা চাই
মনুষ্যত্ব ছাড়া তুমি
কোথায় পাবে ঠাঁই?

তবেই হবে ধর্ম
বিবেক রাখো যদি
ধর্মের নামে দোহাই দিয়ে
ঘটবে না আর ক্ষতি।

মহত্ব

মানুষ রূপে জন্ম নিলাম
এই সুন্দর ভবে
মহত্ব আর আত্মত্যাগ
থাকতে হবে তবে।

সৃষ্টির সেরা জীব
আমরা মানব জাতি
আত্মত্যাগ নিয়ে মানুষের
কেন এতো নীতি।

জন্মের পরে দেখি শুধু
গর্ভধারিণী মাকে
আত্মত্যাগে মাগো তুমি
থাকো চিরসুখী।

এই চিরন্তন বাক্য
যদি রাখো সাথে
আত্মত্যাগ মনে হয়
থাকবে তোমার পাশে।

চলার পথে নানা রকম
আসতে পারে বাধা
নীতি বাক্য নিয়ে আমরা
হই মানুষ আধা।

আত্মত্যাগ ছাড়া কি
মানুষ হওয়া যায়?
মহত্বের মাঝে ফুটে উঠে
প্রকৃত মানুষ তাই।

হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই
আমরা সবাই জানি
আত্মত্যাগ ছাড়া মনে হয়
ইহা শুধুই মুখের বাণী।

ছোট বড় গুরুজন
যদি মেনে চলি
মহত্ব এসে তখনই
করে কোলাকুলি।

এভাবে দু'হাত
দাও বাড়িয়ে
মহত্বে এসে তখনই
যাবে দাঁড়িয়ে।

আত্মত্যাগ হলো মহৎ গুণ
জানে সর্বলোক
হৃদটাকে উজাড় করে
থাকো চির সুখে।

ত্যাগ হচ্ছে মানুষের
বিশেষ একটা গুণ
যে ত্যাগ মানুষের
মনুষ্যত্বকে বাড়ায় দ্বিগুণ।

আমার দাবী

বায়ান্নতে যুদ্ধে গেলো
আমার সোনার ভাই
বেলা শেষে যুদ্ধ করে
ঘরে ফিরে নাই।

আফসোস নাই তাতে আমার
মাতৃভাষা চাই
আগুন নিয়ে খেলা করলে
পুড়ে হবে ছাই।

হীরার টুকরা ভাই আমার
সূর্যের চেয়ে তেজি
বাংলা ভাষা এতো মধুর
প্রাণের চেয়েও বেশি।

তাইতো আমি মায়ের কাছে
বায়না ধরে বসি
মাগো আমি তোমার চেয়ে
দেশকে ভালোবাসি।

একটি ছেলে হারালো মা
দুঃখ পেয়ো না
শত কোটি মানুষকে আর
চুষে খাবে না।

বুঝিনি মা তোমার আঁচল
কত স্নেহে ভরা
আমার দেশ আমার মাটি
বিশ্বের চেয়ে সেরা।

সোনার চেয়েও সেরা
দুমুঠো চাই ভাত
আমার দাবী মানতে হবে
এক বিন্দু নেই খাদ।

ছুটে এলো দামাল ছেলে
নাম ছিলো তার সফিক
তার পাশে দাঁড়াবে বলে
ছায়া দিলো রফিক।

আর কি চাই বলো মা
বাংলা আমার ভাষা
মায়ের বুকে লাথি মারবে
এতো বড় আশা?

বহু বছর চুষে খেলো
আমার মায়ের রক্ত
ভাবেনি ওরা বাংলার মাটি
কত বেশি তক্ত।

আগুন নিয়ে খেলা করে
জলের মধ্যে ভাসবি?
সেই জল যে কত গরম
এবার তোরা বুঝবি।

তাইতো মাগো কথা দিলাম
শোনো কান ফেলে
তোমার ভাষা দিবো ফিরে
তোমার লক্ষ্মী ছেলে।

একুশ তারিখ ভাষা দিবস
রক্তে দিলো ডাক
আর হবে না যুদ্ধ মাগো
এটাই শুনে রাখো।

বাবা

বাবা আমার বাবা
এই জগতে তোমার মতো
আর আছে কেবা

মিষ্টি তোমার হাসি
কড়া তোমার শাসন
বিধাতার পরেই
তোমায় দিলাম আসন।

জন্মের পরেই
বোঝা যার কাঁধে
নিঃস্বার্থ বাবা
আশায় বুক বাঁধে।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে
পেরিয়ে গেলাম ঘর
বাবা ছাড়া এই জগতের
সবাই যেন পর।

ঝড় নাই বৃষ্টি নাই
নিরলসভাবে খাটে
বৈশাখীর রোদে পুড়েও
তবুও থাকে মাঠে।

সেই ত্যাগী বাবা
মাথার ঘাম যার পায়ে
এমনভাবে পাশে দাঁড়ান
নিজে না খেয়ে।

আকাশের চেয়ে উদার তুমি
পৃথিবীর চেয়েও ভালো
পাহাড়ের চেয়ে উঁচু তুমি
আমার দুই চোখের আলো।

তোমার হাতের ছোঁয়া
মনে হয় বিধাতার আশীর্বাদ
তুমি পাশে থাকলে আমার
বয়ে আনবে সু-সংবাদ।

গোলাপের প্রেম

একটি গোলাপ হেসে চুপিসারে
কানে কানে বললো
আমি তোমাকে ভালোবাসি।
আমি একটু বাঁকা হেসে ঠোঁটের কোণায়
ভাঁজ ফেলে সাড়া দিলাম।
এ কি করে সম্ভব!
এ তো আকাশ কুসুম কল্পনা
গোলাপ কি ভালোবাসতে জানে?
তোমায় একটু দেখার জন্য মানুষ অস্থির
তুমি যখন কুঁড়ি রূপে আসো তখন থেকেই
নজর পড়ে।
তোমাকে পাবার জন্য পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি
অস্থির হয়ে যায়।
তোমার একটু স্পর্শের জন্য
যে পাগল, সেও ব্যাকুল হয়ে যায়।
তুমি যখন হাসো তখন পাখিরা গান গায়।
আকাশে চাঁদ, তারা দলবল নিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে।
তারকাদের নোটিশ দেয়, দেখোতো
গোলাপের একটু সৌরভ আমাকে ধার দিবে কি না?
প্রকৃতি তখন একটু উত্তেজনা হয়ে,
তোমার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।
একটু ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস বইতে থাকে।
তখন ধ্রুবতারা অভিসারে আবেদন করে।
আমি যদি তোমার মতো একবার
মাটির সান্নিধ্য পেতাম, পৃথিবীর সমগ্র আকাশ
মহাকাশ, গ্রহ উপগ্রহ নিজেকে সার্থক বলে
ঘোষণা করতো।
আর তুমি বলছো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।
তাও আবার ফুলের রানি?
এখানেই আমার প্রশ্ন, আমি এবার থমকে দাঁড়ালাম।
ফুলের এতো আবেগ কেন?
আবেগ না থাকলে
প্রশ্ন হতো না, একবার মহারাজা আমাকে ভালোবেসে
বলেছিলো, যদি তোমাকে ভালোবাসতে পারতাম।
তাহলে পৃথিবীর সব ফুল তোমার পদতলে ছড়াতাম।
আর পাখিদের গানে নিজেকে হারিয়ে যেতাম

দূর থেকে বহুদূরে।
আর বাতাসে, তোমার সুবাস আমার বুকে
সুরভী হয়ে থাকতো।
শুধু একটি বারের জন্য বলো আমি ঠিক আছি।
তুমি আমাকে ভালোবেসে যেতে পারো।
তখন প্রকৃতিতে একটু ভিন্নরূপ।
গাছের শাখে শাখে পাখির গান। জ্যোৎস্না ঝরছে
দখিনা মৃদু হাওয়া আমার গায়ে লাগছে।
তখন আর নিজেকে সামাল দিতে পারলাম না।
মনের আনন্দে দুলতে থাকি, আবেগে ভরপুর হয়ে
ঘাড় নাড়িয়ে একটু সায় দেই।
তখন তো মহারাজা চিতে চিত্তে নিতে নৃত্যে.....।
গোলাপকে জড়িয়ে ধরে গাছ থেকে
ভালোবেসে ফুলটি তুলে পকেটে রাখে।
রাজপ্রাসাদে ঢোকার আগে তার প্রিয়ার সাথে দেখা।
প্রিয়ার চোখ মুখে আনন্দের ভাষাগুলো ঢেউ খেলেছে।
এটা আমার জন্য বুঝি! এরপর হয়ে গেলাম
তার চুলের খোপার সৌন্দর্য।
আর রাতে আমার ঘরেই ফেরা হলো না।

আশীর্বাদ

আমার বাবার বয়স যখন ছয় কি সাত
তখন আমার দাদুভাই চিরবিদায় নেয়
এই সুন্দর ধরা থেকে।
কিন্তু চোখের আড়াল হলেও সে অনন্তকাল
বাস করে আমার হৃদয় জমিনে।
তারপর থেকে আমার চার ফুপু আর
দিদিমার হাতের প্যাঁচ আমার বাবা।
তখন থেকে বাহিরের মুক্ত বাতাস,
দুপুরের কড়া রোদ আর মেঠো পথে
দূর্বাঘাস ও স্বর্ণলতা এরাই আমার
বাবার নিত্য দিনের সঙ্গী।
কিন্তু উপর হয়ে পাহারা দেয় একখণ্ড আকাশ,
যার বুকে আমি অতি নগণ্য।
আমার অন্তরের চোখ খুলে দেখি,
আকাশটা পরিবারবর্গ এদের নিয়ে
খুব একটা ভালো নেই, বলেই মনে হয়।
সে মাঝে মাঝে দুঃখ করে আমায় বলে,
সারাটা রাত তোদের পাহারা দেই।
কিন্তু তোরা এতটাই নিষ্ঠুর যে পুনরায় রাত
হওয়ার আগেই তোরা দিনের বেলায়
আলো নিভাস।
তারপরেও যে আমার ধৈর্য, তোদেরকে আগলে রাখি।
আমার কর্তব্য থেকে আমি এক বিন্দুও সরে দাঁড়াইনি।
শূন্য হাতে একবেলা বসে থাকলেও তোদের
কষ্ট দেইনি।
প্রকৃতির নিয়মে বাবা বড় হয়ে গেলো সংসারের
সমস্ত সুখ দুঃখ হিসাব নিকাশ বাবার কর্তব্যের
মাঝেই বেঁচে থাকে।
আমার পঞ্চাশ বছর পর মনে হলো
বাবার এখন বয়স হয়েছে।
যে কোনো সময় বাবা পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারে।
বাবা তো আমাদের কিছুই দিয়ে গেলো না।
যেটুকু বাড়ি আছে তাও মায়ের নামে দলিল করা।
যা আয় রোজগার করেছে, তা আমাদের পিছনেই ব্যয় করেছে।
তাহলে তো বাবার কিছুই নেই বলেই মনে হয়।
এই কথা ভাবতে ভাবতেই বাবার ঘর থেকে

মা আমাদের ডেকে বলে তোরা কে কোথায় আছিস।
জলদি চলে আয়, তোর বাবার হয়তো সময় ঘনিয়ে আসছে।
শেষ বেলায় আবেদনের চোখ নিয়ে বাবার পাশে দাঁড়ালাম।
বাবা এবার করুণ সুরে বলে উঠলো হয়তো বা
আর কয়েকটা মিনিট তোদের সাথে আছি।
কিছুই তো দিতে পারলাম না রেখে গেলাম শুধু আমার কর্ম
তখন বড় ছেলে কপালের ভাঁজে চোখ দু'টি রেখে,
বললো আর কিছুই দিতে হবে না।
শুধু আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এ বিশাল
পৃথিবীতে সবইতো রেখে গেলাম, শূন্য খাঁচায়
রেখে গেলাম আমার নিরলস দেহখানি।
আশীর্বাদ করি অনন্তকাল বেঁচে থাকো।
সার্থক হোক তোমাদের ভবিষ্যৎ।
এবার একটা কান্নার সুর ভেসে উঠলো।
পৃথিবীতে সেই একমাত্র ব্যক্তি যে শুধু উজাড় করে
দিয়েই যায়। শেষ বেলায় নিঃস্বার্থভাবে
আশীর্বাদটুকু দিয়ে গেলো।

টিপস

রেড মিট
নো নিড
খালি খাও
হাইব্রিড।

তরতাজা
খাও ভাজা
টাটকা
ফ্রিজে সাজা।

ঝোলটোল
নাহি হলো
বাসিটাই
খাওয়া ভালো।

পাকা ঝাল
নাই দিলা
তেল দিয়া
ঝোল ভালা।

মশলা
খাও কম
ফাস্টফুডে
ফেলো দম।

চাইনিজ
খাবো চলো
মন খুলে
কথা বলো।

কি খাবে
বলো শুনি
বিফ মশলা
খাবো আনি।
ডাক্তার
শোনো কথা
বেকার
নাহি মাথা।

ঋণ

জন্মের পর আমার নানিমা আমাকে সোহাগ করে,
বুকে আগলিয়ে আমার কানে কানে বারবার
একই কথা বলেছিলেন, দশমাস দশদিন মায়ের
গর্ভে ছিলে রক্তের প্রতিটি কণিকা হাড্ডি মাংস,
নাড়ি নক্ষত্র সকলই তোমাকে পাহারা দিয়েছে।
আর সাক্ষী ছিলো একমাত্র অন্তর্যামী।
এই ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবে?
তারপর আবার দুধেরও ঋণ! এসব বলতে বলতে
ঘিরে ফেলছে ছোট্ট সোনাকে।
পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাবা, আমি তো সব শুনতে পাচ্ছি।
এবার দাদিমার একই কথা, লক্ষ্মী সোনা পৃথিবীতে আসছো
বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে।
বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাদের জন্য
রোজগার করে, যদি মানুষ হতে পারো তবেই তা সার্থকতা।
নইলে জন্মটাই তোমার বৃথা।
চিরঋণী হয়ে থাকবে বাবা-মার কাছে।
ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলাম।
বয়স এবার ছয় পেরিয়ে গেলো।
এবারও সেই একই কথা।
বাবার পরেই শিক্ষকের স্থান।
সব অন্যায় ক্ষমা করা যায়, কিন্তু ওস্তাদের সাথে
বেয়াদবী করলে সৃষ্টিকর্তার দরবারে চলে যায়।
তাহলে বুঝতে পারছো মানুষ হওয়া কত কঠিন।
এবার খুকি বড় হলো বিধাতার নিয়ম মাফিক পরের
ঘরে চলে যাবার পালা।
শ্বশুরের ঘরে সেই একই নীতিবাক্য।
স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত। স্বামীর আদেশ
কোনোভাবেই অমান্য করা যাবে না। স্বামী যা বলবে
এক বাক্যে সবই মেনে নিতে হবে।
মূল কথা স্বামীর মনে কষ্ট দেওয়া মানে নরকে যাওয়া।
তাহলে বুঝতে পারো, তোমাকে কেমন ঘরনী হতে হবে।
জীবনের খাতায় হিসেব মিলিয়ে দেখি,
কাউকে কিছু দিতে পারলাম না।
পারলাম না নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে দাবী করতে।
জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, শুধু ঋণী হয়ে গেলাম।
দেউলিয়া হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করা হলো।

বর্তমান বাজার

লেগেছে বাজারে আগুন
নিভানোর টিপস আগে জানুন
দু'টাকা কম আর বেশি
সম্পূর্ণ মাল বাংলাদেশি।

হোক শাক সবজি
হোক ছোট মাছ
পুরোটাই আমাদের
কৃষকের চাষ।

আলু বেগুন আদা
বুনে আমার দাদা
খাঁটি দুধ খাই
বলার কিছু নাই।

দু'টাকা লাভ
বলছে তোর বাপ
পুরোটাই মাগনা
বাজার থেকে আনগা।

পাইকারের লাভ
নেই কোনো মাফ
এক টাকা কম হলে
চলে যান সাব।

ফরমালিন সাথে
সাতদিনের বেশি হলেও
ক্ষতি নেই তাতে।

ব্যবসার নিয়ম
পুরোটাই জাানি
টাটকা জিনিস
জমি থেকে আনি।

সার ছাড়া শাক
নিয়ে যান আপা!
বিষাক্ত পানি ঢেলে
মেরে দিলেন চাপা।

এই হলো বাজার
বর্তমান তার দর
টাটকা জিনিস খেয়ে
নিজেরাই মর।

কৃষকে পায় দু'টাকা
পাইকারে পায় বেশি
কষ্ট করে আবাদ করে
মরে আমার চাষী।

প্রিয় ক্রেতা
অনুরোধ করে যাই
দু'টাকা বেশি যেন
আমার কৃষকেই পায়।

একটু নজর রাখি
কৃষকের প্রতি
ন্যায্য মূল্য পেলে
হবে তার গতি।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
আর দরিদ্র কৃষক
ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হয়
নেই তাদের শাসক।

বাঁচবে দেশের কৃষক
রক্ষা পাবে কর্মী
ন্যায্য মূল্যে পেলে
বাড়বে আবাদ জমি।

আমার শহর

আমার শহর আমার নগর
দেখতে দারুণ লাগে
স্কুল কলেজ মাদ্রাসা
আর কোচিং সেন্টার আগে।

সকাল হলেই পাখির ডাক
পায়ে পায়ে চলা
সারি সারি অটো রিকসা
নেইতো কিছু বলা।

মানুষের চেয়ে অটো বেশি
এই শহরে চলে
রোগীর চেয়ে ক্লিনিক বেশি
এই কথাটি বলে।

একশ গজ দূরে দূরে
মসজিদের ঠাঁই
কে হুজুর কে নামাজি
বোঝার উপায় নাই।

বাবা ছেলে সবার মুখে
চাপ দাড়িতে ঢাকা
ফজর যোহর মাগরিব এশা
মসজিদ থাকে ফাঁকা।

দল বেঁধে সন্ধ্যাবেলায়
রেস্টুরেন্টে যায়
গ্রিল আর নানরুটি
আয়েশ করে খায়।

এতো বেশি রেস্টুরেন্ট
খাবার থাকে বাসি
সেই খাবারটা খেয়েও
মুখে ফুটে হাসি।

এটা হলো এক ধরনের
ফুটানি করে খাওয়া
মায়ের আদর ঐতিহ্য
সবই ভুলে যাওয়া।

মাঝে মাঝে ফুচকা মামা
দাঁড়িয়ে থাকে ফাঁকে
এদিক ওদিক তাকিয়ে থেকে
মিষ্টি করে ডাকে।

খাবেন নাকি ঝালমুড়ি
আসেন আপামণি
চটপটিতে ঝাল বেশি
দিবো টক পানি।

মা-মেয়ে দুজন মিলে
একই বেশে চলে
ফেসবুক আর মুঠোফোনে
মিছে কথা বলে।

এই শহরে নানা রকম
মানুষ বাস করে
ভালো কিছু বলতে চাইলে
বলে নীতিকথা পরে।

সবাই হলো হেডমাস্টার
নীতিতে ফাঁকা
এতো বেশি টিপস জানে
ডাক্তার হয় না ডাকা।

তবে আমরা মানুষ ভালো
আদর কদর বেশি
সবার সুখে পাথর হয়ে
মুখে রাখি হাসি।

এই হলো আমার শহর
রূপের নাইকো শেষ
সবার চেয়ে সেরা তুমি
লাগে দারুণ বেশ।

শ্রমিক

প্রথম সারির শ্রমিক
রিকসা চালকওয়ালা
ন্যায্য ভাড়া চাইলে
মুখ হয় কালা।

উচিতের চেয়ে যখন
দশটা টাকা চায় বেশি
পাওনাটা না দিয়ে
মারেন কিল ঘুষি।

এই হলো মানুষ
বিবেক বুদ্ধি ছাড়া
সঠিক কথা বললে
মেজাজ হয় কড়া।

কোথায় যাবে
এই শ্রমিকগণ
এই জগতে নেই
কোন আপনজন।

কেউ কি ভাবে
দশতলায় যাওয়ার উপায় কী
কেন লিফটে চাপ দিলে
দ্রুত পৌঁছাবি?

কিন্তু লিফট
হলো কীভাবে?
ইঞ্জিনিয়ার মাথা আছে
তাই ভেবে।

তাঁর চেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার
ঐ শ্রমিকগণ
কেউ তার আপন নয়
সবাই স্বজন।

সবার আগে ভাবি
ইটের কথা
ঝড় বৃষ্টি রোদে পুড়ে
শ্রমিক খাটায় মাথা।

বড় বড় দালান-কোঠা
স্বপ্নের বাড়ি ঘর
দশ তলায় উঠার পর
বুকে উঠে ঝড়।

তবুও তারা খেটে খায়
শুধু পেটের দায়
হাড় মাংস অস্থিমজ্জা
কাঁদে বুক ব্যথায়।

পাঁচতলায় উঠার পর
যখন পাই কষ্ট
বউ পোলাপান জগৎ সংসার
জীবনটাই নষ্ট।

ইট তৈরির কারখানায়
যাবে মোর সাথে?
সারাদিন খেটে মরে
ঘুম নেই রাতে।

ঝালাই কাজ যখন হয়
আগুন জ্বলে চোখে
সেই আগুনটা কোথায় জ্বলে
এই শ্রমিকের বুকে।

ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইনার
দশতলা বাড়ির প্রাণ
বাড়িটা সুন্দর হলে
পাবেন কোটি টাকা মান।

অথচ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
নিম্ন আয়ের লোক
দালান-কোঠা জমিদারি
করে উচ্চ শ্রেণিরা ভোগ।

এই হলো দিনমজুর
বলার কিছু নাই
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
শুধু পেটের দায়।

তাহলে ভেবে দেখো
দিনমজুর কাকে বলে
খেটে খায় গরিবেরা
ধনিরা সাইনবোর্ডে চলে।

রঙিন চশমা চোখে দিয়ে
শুধু উপলব্ধি করা যায়
গভীরভাবে চিন্তার জন্য
একটা হৃদয় থাকা চাই।

আসুন আমরা
একটু পাশে দাঁড়াই
পশুত্ব দূর করে
দুটি হাত বাড়াই।

শিক্ষক

সৃষ্টির সেরা জীব
আশরাফুল মাখলুকাত
প্রকৃত মানুষ হতে না পারলে
জীবনটাই হবে বরবাদ।

মায়ের গর্ভে ছিলাম
নয় মাস মাত্র
ছিলো না কোনো জাত বেজাত
ছিলো না কোনো গোত্র।

এইভাবে শুরু হলো
জীবন সংসার
চারদিকে তাকিয়ে দেখি
এ যেনো ঘোর অন্ধকার।

মা শেখালেন বর্ণমালা
আর মুখের ভাষা
সবকিছুতেই চাওয়া পাওয়া
আরও জাগে প্রত্যাশা।

সমাজে এতো জ্ঞানী এতো শিক্ষা
কার অবদান
সর্বত্রই যেনো
শিক্ষকের সমাধান।

সমাজে সেই হলো বড় মানুষ
যে শিক্ষার আলো ছড়ায়
নিজের জীবন উৎসর্গ করে
যে মনুষ্যত্ব জাগায়।

সেই হলো প্রকৃত শিক্ষক
যার মনুষ্যত্ব আছে
তাকেই শুধু পাওয়া যায়
সমাজের সকল কর্ম-কাজে।

ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার
আর বড় বড় মাথা
এদের কথা ভাবে সবাই
ভাবে না কেউ শিক্ষকের কথা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যার সাগর
আরও গুণীজন
জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের
ছিলো শিক্ষকের প্রয়োজন।

আজও সেই চিঠিটাই খুঁজে বেড়াই
যেখানে ইতিহাস খুঁজে পাই
বাদশা হয়ে শিক্ষককে
অনুরোধ করলেন তাই।

আব্রাহাম লিংকনের
বাবার লেখা পত্র
সেখানে শুধু অনুরোধ ছিলো
আব্রাহাম শুধু আপনার ছাত্র।

এমন শিক্ষা দিবেন
যেন মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়
প্রকৃত মানুষ হতে পারলে
বিশ্ব করবে জয়।

মন্ত্রী মিনিস্টার জজ ব্যারিস্টার
সবাই শিক্ষকের হাতে গড়া
এতো জ্ঞানীর ভিড়ে
শিক্ষকই হলেন সবার সেরা।

কখনো কি ভেবে দেখেছি
শিক্ষকের স্থান কোথায়?
সকল কর্ম দূরে ঠেলে
রাখো শিক্ষককে মাথায়?

তবেই কি শেষ হবে
শিক্ষকের সকল ঋণ?
সারাটা জীবন তপস্যা করে
শোধ হবে না কোনো দিন।

বিধাতার পরে যদি
সমাজে মাথা নোয়াতে চাও
সকল বাধা অতিক্রম করে
ধরো ওস্তাদের পাও।

শিক্ষক হলেন একমাত্র
মানুষ গড়ার কারিগর
প্রকৃত মানুষ হতে না পারলে
পড়ে থাকবে অর্থ সম্পদ বাড়ি ঘর।

মা যেমন গর্ভধারিণী
বাবা জন্মদাতা পিতা
শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে
বলতে হয় ওস্তাদের কথা।

শ্রদ্ধার সাথে ভক্তি করি
সকল শিক্ষক মহোদয়কে
যাদের জন্য আলোকিত সমাজ
পারবো কি তাদের পাশে দাঁড়াতে?

উচ্ছৃঙ্খল আর বর্বরতা
সভ্যতার ছিলো অভাব
নাযিল হলো শিক্ষার আলো
দূর হলো এই স্বভাব।

কি চায় এই শিক্ষকগণ
শুধু একটি ছালামের আশা
অর্থ সম্পদ দূরেই থাকে
দিও শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা।

নারী

আমি নারী
গুণ আমার ধর্ম
সহনশীলতা আমার কর্ম।

আমি নারী
রূপ আমার বাহানা
করি তাই ছলনা।

আমি নারী
মাতৃত্ব আমার বাসনা
করি তাই সাধনা।

আমি নারী
ঘর আমার স্বর্গ
নিজেকে করি উৎসর্গ।

আমি নারী
সংসার আমার সব
তাই থাকি নিরব।

আমি নারী
শাড়ি আমার ঐতিহ্য
লাগে অর্থ প্রাচুর্য।

আমি নারী
সম্বন্ধ আমার সম্পর্ক
করি না তাই বিতর্ক।

আমি নারী
চরিত্র আমার সম্পদ
থাকে অনেক বিপদ।

আমি নারী
ব্যবহার আমার মধু
তাই সাজি সাধু।

আমি নারী
হাসি আমার জ্যোৎস্না ঝরা
সবার বুঝি নজর কাড়া।

জগৎ সংসার

শিশুরূপে জন্ম আমার
মৃত্যুও আমার শিশুতে
সেই আনন্দে মনটা আমার
নাচছে ভীষণ খুশিতে।

খালা ফুপু সবাই মিলে
রইলো পাশে দাঁড়িয়ে
লক্ষ্মী সোনা আসলো ঘরে
লও না হাত বাড়িয়ে।

মায়ের খুশি শিশুর কান্না
উঠলো জেগে ঘরেতে
ছয়দিন পর ভোজন হবে
আসলো সবাই বাড়িতে।

মোরগ পোলাও কলম খাতা
রাখলো সব শাড়িতে
সবাই মিলে ঘরের কোণে
রাখলো চোখ আড়িতে।

এই আনন্দে লালন পালন
বয়স হলো ছয়
পড়াশোনা করতে হবে
মা ভেবে কয়।

অ, আ বর্ণমালা
আরও শিখালো গণনা
হাতে খড়ি দেয়া হলো
স্কুলেতে চলো না।

ধীরে ধীরে বড় হলো
কৈশোরেতে পা
সবার আগে জেনে গেলো
আমার লক্ষ্মী মা।

দুরন্ত সেই লক্ষ্মী সোনা
এবার সবই বুঝে
মনের মতো হলে মানুষ
লাগবে দেশের কাজে।

লাল টুকটুক বউ আনবো
গয়না ভরা গায়
মনের সুখে নাচলো সবাই
কাঁদলো শুধু মা।

সুখের দিন চলে গেলো
সংসার হলো শুরু
মা ছিলেন সবার সেরা
বউ এখন গুরু।

কেটে গেলো ত্রিশ বছর
সুখের আশায় কাঁদি
ষাট বছর পেরিয়ে গেলো
নিজের হাতেই রাঁধি।

সুখের আশায় বাঁধলাম বাসা
শান্তি নাহি পাই
সারাজীবন খেটে গেলাম
পেলাম শেষে ছাই।

চার বছরের শিশু আমি
বিবেক বুদ্ধি নাই
সবাই তখন খুশি ছিলো
এখন দূরদূর ছাই।

সময়ের টানাপোড়ে
চামড়া গেলো ঝুলে
নাহি মূল্য এখন আমার
তাইতো দিলো ফেলে।

সৌন্দর্যের শোভায় ছিলো
একমাত্র দাঁত
একে একে সব হারালাম
এখন মরণ পাতলো ফাঁদ।

নেই আমার অনুভূতি
নেই কোনো পাওয়া
আদর স্নেহ ভালোবাসা
এটাই শুধু চাওয়া।

শেষ হলো জীবন সংসার
হয়ে গেলাম জিরো
মিছে মিছে এই সংসারে
সেজেছিলাম হিরো।

এই দুনিয়া কিছুই নয়
ধূলাবালির খেলা
সবই আমি বুঝতে পারলাম
যখন শেষ হলো বেলা।

সূর্য মামা

রক্তের মতো লাল তুমি
তেজী তোমার প্রাণ
জৌলুস তোমার একটু বেশি
গাও ভোরের গান।

অনেক অনেক নাম তোমার
আছে অনেক আলো
সারা দুনিয়া তোমায় চিনে
তাইতো বাসি ভালো।

রূপের উপমা চাঁদেরই হয়
আমার বেলায় নয়
আমার রূপে তেজ আছে
সর্বলোকেই কয়।

চাঁদের রূপ যতই থাকুক
কলঙ্ক তাঁর আছে
চাঁদ শুধু বেঁচে থাকে
পূর্ণিমারই মাঝে।

তারা ছাড়া চাঁদের কোনো
উপায় নাহি পাই
তাইতো তারা সব সময়
পাহারা দিতে চায়।

একবেলা চাঁদ তুমি
নাইবা দিলে আলো
দুঃখ মোদের নাইবা হলো
সবাই আমরা ভালো।

আমায় দিয়ে দিন শুরু
আছে অনেক আলো
মেঘের আড়াল হলেই আমি
দিনটা হয় কালো।

চিনলো না কেউ সবাই বলে
আমার অনেক তেজ
হঠাৎ যদি না উঠি
দুনিয়াটাই শেষ।

আমি হলাম চিরন্তন সত্য
কলঙ্ক মোর নাই
রূপের উপমা নাই বা হলো
করো না মোরে দায়।

চন্দ্র তারা সবাই ভালো
দূর আকাশে থাকে
মাঝে মধ্যে তাইতো সবাই
একটু কাছে ডাকে।

আয় আয় চাঁদ মামা
সবাই ডাকে তোরে
দুধমাখা ভাত দিবো খেতে
আয় না আমার ঘরে।

বুঝবে একদিন ডাকবে কাছে
বাসবে আমায় ভালো
একশোতে একশো আমি
আমার রূপের অনেক আলো।

আমার আবার দাপট বেশি
তাইতো ডাকে না
আমি তো সূর্য মামা
তাও বুঝো না।

নতুন বছর

বিষে ঢালা বিশ গেলো
একুশ দিলাম পারি
বাইশে যদি নতুন করে
কিছু করতে পারি।

এই ভেবে বরণ করলাম
বাইশের প্রথম দিন
কোন ভাবেই হলাম না আমি
একুশের কাছে ঋণ।

প্রতিবন্ধকতা দূর করে
ভাবি যত কথা
বিশ, একুশ মনে করিয়ে দেয়
পুরনো স্মৃতির ব্যথা।

অন্ধকার দূর করে
দেখি আলোর মুখ
বাইশ কি পারবে
আমায় দিতে সুখ?

নতুন বছরের নতুন দিনে
বাড়িয়ে দিলাম দু'হাত
একুশকে দূরে ঠেলে
দেখি বাইশে কি স্বাদ।

সকালের সোনালি রোদ
বাজলো বাঁশির সুর
মনের যতো দুঃখ বেদনা
হারিয়ে গেলো বহুদূর।

নতুন বছরের নতুন দিনে
নতুন যত আশা
সবার প্রতি রইলো আমার
শুধুই ভালোবাসা।

রমজান

জাগো মুসলমান
আকাশে বাতাসে
ধ্বনিত হলো
এলো মাহে রমজান।

ত্রিশ দিনে সিয়াম সাধন
হাজার মাসের সমান
নামাজ বন্দেগী মশগুল থাকো
হইয়ো না কেউ বেইমান।

আল্লাহর হুকুম পালন করতে
এলেন প্রিয় নবী
সমগ্র মুসলমান জাগ্রত হলো
উঠলো হেসে রবি।

রাতের শেষের সেহরি খাবো
দিনের শেষে ইফতার
এই নিয়মেই চলছে মানুষ
আর নেই কোনো আবদার।

যুগ যুগ ধরে সিয়াম সাধন
করছে মুসলমান
এটাই হলো প্রকৃত নিয়ম
হয়ে যাও দ্বীনদার।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ
ইমান, নামাজ, রোজা, যাকাত
একটা যদি ত্রুটি থাকে
ঘটে যায় বেঘাত।

তসবিহ তেলাওয়াত পড়
পড় আল-কুরআন
দিলেতে ইমান আনো
হও খাঁটি মুসলমান।

ঈদের খুশি

ঈদের খুশি ঈদের চাঁদ
উঠছে সবার তরে
এই খুশিটা বিলিয়ে দিবো
সব মানবের ঘরে।

ছোট বড় সবার মাঝে
বইছে খুশির জোয়ার
আনন্দ আর উল্লাসে
খুলবে এবার দোয়ার।

ঈদের চাঁদ সবার মাঝে
আনে খুশির বন্যা
চিরকাল রইবো খুশি
থাকবে না আর কান্না।

ঈদের চাঁদ প্রতিদিন
আসুক সবার ঘরে
অবিরত এই খুশিটা
মধুর হয়ে ঝরে।

এটাই হোক সব মানবের
শুভ কামনা
হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যাও
দুঃখ থাকবে না।

অনেক মূল্যে কেনা
ঈদের চাঁদের সুখ
সুখে সুখে ভরে থাকুক
ভালোবাসার বুক।

মাটি

আদি পিতার সোনার দেহ
এই মাটিতে গড়া
এই মাটিতে সবার একদিন
দিতে হবে ধরা।

হোক তাহা হিরা জহর
হোক সোনাদানা
এই মাটিতে জন্ম আমার
মরতে নেইকো মানা।

চিন্তা যদি করি আমি
এই মাটিটা কি
এই মাটিটা এতো দামি?
খাঁটি গাওয়া ঘি।

সোনাই ফলুক আর হিরাই ফলুক
জন্ম এই মাটিতে
মরার পরে দেহখানা
মোড়াবে শীতল পাটিতে।

পাটির জন্ম কোথায়?
প্রশ্ন যদি করি
ঘুরে ফিরে মাটির কাছে
নিজেই ধরা পরি।

এই মাটিতে ষোলো আনা
ফলে সোনার ফসল
নির্দ্বিধায় বলতে পারি
এই মাটিটাই আসল।

বড় বড় দালান কোঠা
মাটির গড়া পাহাড়
প্রভাবশালী পরী দরবেশ
এই মাটিই যোগায় আহার।

তাহলে বুঝো
মাটির কি নাম
মাটি ছাড়া এই জগতের
নেই কোনো দাম।

তাহলে এক বাক্যে বলতে পারি
মাটিই আমার সব
মাটিটা সৃষ্টি করেছে
আমার প্রিয় রব।

সেবাই ধর্ম

মজলুমের জননেতা
দরিদ্র মানুষের প্রাণ
দেশের প্রতি ছিলো
অদ্ভুত এক টান।

সন্তোষের কুঁড়েঘরে
কাটতো যার বেলা
ছোট বড় সবাই সমান
কাউকে করো না হেলা।

দীপ্ত পায়ে হেঁটে যেতেন
ভূষণ অতি নগ্ন
মনটা তাহার কুসুম কোমল
অধিক ধ্যানে মগ্ন।

ভাসানচরে জন্ম যাহার
যুদ্ধ নদীর সাথে
নিরলস তার দেহখানি
পরিশ্রম দিন রাতে।

হত দরিদ্র কাঙালীর মুখে
তুলে দাও তুমি অন্ন
সবার জন্য ভাবো তুমি
নিজেকে করেছো ধন্য।

ভিটে হারা শিশু
বস্ত্র হারা নারী
তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তুমি
জীবন দিলে পারি।

হাতে লাঙল কাঁধে জোয়াল
আবাদে নেই মহিষ, গরু
সেই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে
জীবন করলে শুরু।

নিজের করে ভাবার, হয়নি সময় তোমার
পারোনি পিছন ফিরে তাকাতে
ভাঙা হৃদয় ভরে গেছে আজ
শুকনো মুখের হাসিতে।

কালবৈশাখীর মহাপ্রলয়ে
ভেঙে গেছে কার ঘর
তাদের কথা ভাবো তুমি
সারাটা জনম ভর।

তুমি সেই মহাপ্রাণ
হয়তো তোমায় রাখেনি মনে
তবু তুমি জড়িয়ে আছো
বাংলার প্রতিটি সুর, প্রতিটি গানে।

নিঃস্বার্থ মানব তুমি
সেবাই যার ধর্ম
চলে গেছো তুমি বহুদূরে
আজও রয়েছে তোমার কর্ম।

মজলুমের সেই প্রাণ
অলৌকিক যার ক্ষমতা
তোমার মতো বিশ্বনেতা
ফিরিয়ে দিবে কি বিধাতা?

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত
দেবো না তোমায় হারাবার
পৃথিবীর সমগ্র ভালোবাসা তুলে রেখেছি
ফিরে এসো তুমি আবার।

মায়ের ভাষা

জান দিবো তো মান দিবো না
একটা শুধু আশা
রক্ত দিয়ে আনবো কেড়ে
আমার মায়ের ভাষা।

দাবী ছিলো একমাত্র
মাতৃভাষা চাই
তোমার ভাষায় কইবো কথা
বলবো না তো ভাই।

তুমি হলে ভিন দেশি
আমি হলাম রাজা
মায়ের ভাষা কেড়ে নিবি
কেরে তুই বাছা?

মা যে আমার জন্মভূমি
মাকে ভালোবাসি
মায়ের বুকে মাথা রেখে
চিরটাকাল বাঁচি।

জীবনটাতো ভীষণ ভালো
মাকে নিয়ে কথা
মায়ের মান রাখতে গিয়ে
পেলাম না হয় ব্যথা।

ভিন দেশিরা আমার দেশে
নাচবে হেসে খেলে
আমরা হলাম সোনায় গড়া
মায়ের লক্ষী ছেলে।

বুঝবে সেদিন মায়ের বুকে
মারিস যদি ছুরি
জলদি পালা হায়েনার দল
আর করিস না দেরি।

মায়ের বুকে বসত করে
ভয় পাসনি তোরা?
আমার ফাঁদে পড়ে আছিস
এবার পড়বি ধরা।

মিষ্টি হেসে মা আমার
করলো আশীর্বাদ
ধন্য হবো সেই দিন আমি
যেদিন করবো বরবাদ।

তাইতো আমি শক্ত হাতে
তুলে নিলাম চাবি
মাতৃভাষা বাংলা হবে
এটাই আমার দাবি।

যদিও আমি জান দিয়েছি
মান রেখেছি তবে
বাংলা আমার মুখের ভাষা
এই কথাটাই রবে।

আমরা সবাই বাঙালি
বাংলায় বলি কথা
মায়ের মুখে ফুটছে হাসি
মনে নেইকো ব্যথা।

আমার ভালো লাগা

আমার দেহের প্রবহমান রক্তের
প্রথম কণা আমার বাবা।
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর
প্রথম যে দৃষ্টিশক্তি প্রতিফলিত হলো
এই পৃথিবীতে, সেই প্রথম দৃষ্টিশক্তিই
আমার বাবা।
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমার কণ্ঠে যে
কান্নার সুর ভেসে আসে
সেই সুরটাই আমার বাবা।
হাঁটি হাঁটি পা পা করে
প্রথম যে ঘরের চৌকাঠ
পেরিয়ে গেলাম, সেই প্রথম
জগতের বিচরণটাই আমার বাবা।
জন্ম হওয়ার পর যে আযানের ধ্বনি
আমার কানে লাগে, সেই প্রথম
শ্রবণশক্তিই আমার বাবা।
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মা আমাকে
আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে
কপালে যে চুমো খেয়েছিলেন
সেই অনুভূতিটাই আমার বাবা।
জন্মের পর প্রথম যে খাবার
আমার মুখে তুলে দেয়, তখন
ঠোঁটের কোণায় যে হাসি ফুটে উঠে
সেই হাসিটাই আমার বাবা।

রূপের বাহানা

তুমি হলে চাঁদের আলো
মেঘেই থাকো ঢাকা
দূর আকাশে থাকো
নওতো তুমি একা।

তোমার আছে পাহারাদার
অজস্র তার সংখ্যা
তোমার নাকি আছে আবার
বিপদের আশঙ্কা।

তুমিতো সেই দূরেই থাকো
লক্ষ লক্ষ উপরে
তোমার আবার ভয় কীসের?
এই ভরদুপুরে।

রাতে তোমার আলো থাকে
দিনের বেলায় নাই
মাঝে মাঝে তোমার আলো
রাতেও নাহি পাই।

তাই তোমার এতো ডিমান্ড
বুঝি না আমি
আমি যে চাঁদ
তাইতো এতো দামি।

ও তুমি রূপসী!
তাইতো দেমাগ বেশি
এখন না বুড়ি হয়েছো
বয়স নাকি আশি?

কি বললে?
আমি হলাম বুড়ি
হাজার বছর জ্বলছি রূপে
বয়স আমার কুড়ি।

যতই তুমি কুড়ি বলো
তুমিই চাঁদের বুড়ি
ঘোমটা পরে সেজে থাকো
বিশ বছরের ছুঁড়ি।

রূপ তোমার বেশি বলে
মিষ্টি তোমার হাসি
তোমায় কিছু লিখতে আমায়
অলঙ্কার লাগে বেশি।

সব রূপের তুলনা
তোমার সাথেই হয়
তোমার প্রেমে পড়তে আমায়
লাগে বড় ভয়।

এই বাহানা কত দিন
করবে আমায় বলো
যতো দিন ডাকবে কাছে
বাসবে আমায় ভালো।

ঝিঙে ফুল

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
কোথায় তোমার বাড়ি
কেন এতো রূপসী
একটু জানতে পারি?

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
কেন মধুর তোমার হাসি?
তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে
পরবো গলায় ফাঁসি।

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
কেন রঙটা তোমার কড়া
সুবাস বিলিয়ে তুমি
দাও না আমায় ধরা।

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
কেন সন্ধ্যায় তুমি আসো
রজনীকে কাছে টেনে
আমায় ভালোবাসো।

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল
কেন মনটা তোমার নরম
তুমি আমার থেকো পাশে
যখন থাকে বেশি গরম।

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল
তুমি এসো আমার কাছে
যখন বড় বড় রুই কাতলা
জলের মাঝে ভাসে।

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
তোমায় বাসবো কখন ভালো?
চাঁদের বুড়ি জ্যোৎস্না মাখা
যখন ছড়ায় এতো আলো।

আধুনিক যুগ

আর আছে একমাস
দেখি তুই কেমনে খাস।

সারাদিন ঘুরোগারো
বাপেরটা খাও
ভুঙবাঙ করে
স্কুলেতে যাও।

এই হলো কাজ
আর কিছু নাই
পড়াশোনার নাম নাই
জুটে খালি ছাই।

আসুক আজ বাপে
বিচার আমি চাই
পড়াশোনা না করলে
কোনো খাওয়া নাই।

অবশেষে রাতে
বাপ এলো ঘরে
কোনো কথা নাই
ধর শক্ত করে।
বাপে এবার বলে
কি খবর বেটা
খেয়ে দেয়ে ভালোই
দেহ করছিস মোটা।

পড়াশোনার নাম নাই
খালি দেখো ফোন
ফেসবুকে সারাদিন
রাখো তোমার মন।

ছেলে এবার বলে
ভাল্লাগে না ছাই
সারাদিন শুধু
করে কাইকাই।

সবই ঠিক আছে
বল কম কথা

জেনে শুনে আর
খেয়ো না মোর মাথা।

দেখো না তুমি
সারাদিন পড়ি
পড়তে পড়তে আমার
চোখ গেলো মরি।

বাবা বলে পড়ো
মা বলে পড়ো
সারাবেলা পড়া আর পড়া
কেন তোমরা এতোটা কড়া।

ভালোই আছি
কে বলছে কড়া
সারাক্ষণ থাকো
ফেসবুকে ধরা।

ফেসবুক আর ফেসবুক
ভালো লাগে না
তোমরাও আমার সাথে
করো ছলনা।

জানিস মোনা
পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে
কি দিবো তোরে
এই কথা শুনে
বুক ধড়ফড় করে।

আগে ভালো ছিলাম
ছিলো না কোনো শর্ত
পড়া আর পড়া
লাগে কত কষ্ট।

একদিন দেখা যাবে
সবই হবে ভালো
ভিতর বাহিরে
জ্বলে যদি আলো।